দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 02 JAN 2008

পৃষ্ঠা ১২ কলাম ২

রাজধানীর ২৪ সরকারী স্কুলে ভর্তি যুদ্ধে প্রতি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বী পাঁচ শিক্ষার্থী

মোশতাক আহমেদ ॥ নামীদামী বেসরকারী স্কুলের পাশাপাশি ধনী-গরিব সবার জন্য অনুকূল রাজধানীর চব্বিশটি সরকারী স্কুলে প্রথম থেকে নবম শ্রেণীর ভর্তিযুদ্ধে এবার প্রতিআসনে প্রায় পাঁচ শিক্ষার্থীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে। ২৪টি স্কুলে প্রায় সাড়ে সাত হাজার আসনের বিপরীতে ভর্তি পরীক্ষার ফরম জমা পড়েছে ছত্রিশ হাজার পাঁচ শ' ৩২টি। এ, বি এবং সি এই তিনটি গ্রুপে বিভক্ত করে আগামী ১৬, ১৮ এবং ২০ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে এই ভর্তিযুদ্ধ।

সার্বিক বিবেচনায় প্রতিদ্বন্দ্বিতার এই চিত্র হলেও প্রথম ও ষষ্ঠ শ্রেণীতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে আরও বেশি। নামীদামী কয়েকটি স্কুলে প্রতিযোগিতা হবে আরও বেশি। সরকারী স্কুলগুলোর মধ্যে সেরা হিসেবে বিবেচিত ঢাকা গবঃ ল্যাবরেটরী স্কুলের প্রথম শ্রেণীর মাত্র দু' শ' চল্লিশটি আসনের বিপরীতে আবেদন জমা পড়েছে তিন হাজার এক শ' এগারোটি। অর্থাৎ এখানে প্রতিআসনে প্রায় তেরো শিক্ষার্থীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে।

নতুন করে ভাল প্রতিষ্ঠান চালু না হওয়ার কারণেই ঘুরেফিরে গুটিকয়েক স্কুলের ওপর চাপ বাড়ছে বলে মনে করছেন শিক্ষাবিদরা। সমান সুযোগ-সুবিধা নিয়ে কার্যক্রম চললেও রাজধানীর ২৪ স্কুলের মধ্যে হাতেগোনা কয়েকটি স্কুলই ভাল করছে। পিছিয়ে পড়ছে অন্য স্কুলগুলো। তীব্র আসন সঙ্কটের কারণে নামী স্কুলগুলোতে একটি আসন দখল করতে শিশুদের লড়তে হয় অনেকটা যোদ্ধার মতো।

ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে শুরু হয়ে ফরম বিতরণ শেষে সোমবার শিক্ষা অধিদফতর কোন স্কুলে কত আসন এবং কত ফরম বিক্রি হয়েছে তার হিসেবে ঠিক করেছে। জানা গেছে এবারে ২৪ স্কুলে প্রথম থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত মোট আসন রয়েছে সাত হাজার চার শ' ৭৯টি। এর বিপরীতে আবেদন ফরম জমা পড়েছে ৩৬ হাজার পাঁচ শ' ৩২। মোট আসনের মধ্যে ষষ্ঠ এবং প্রথম শ্রেণীর আসন সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি। এখানে প্রতিদ্বন্দ্বীও বেশি। প্রথম শ্রেণীতে এক হাজার তিনশ' ৬৯টি আসনের বিপরীতে ফরম জমা পড়েছে ১২ হাজার চারশ' ৮৭। ষষ্ঠ শ্রেণীর এক হাজার আটশ' ১৩ আসনের বিপরীতে ফরম জমা পড়েছে সাত হাজার তিন শ' ২৭। এ ছাড়া দ্বিতীয় শ্রেণীতে চার শ' ৬০টি আসনের বিপরীতে তিন হাজার ২৯টি, তৃতীয় শ্রেণীতে এক হাজার ৭৯ আসনের বিপরীতে চার হাজার তিনশ'২২, চতুর্থ শ্রেণীতে ছয় শ' ৯৪ আসনের বিপরীতে দুই হাজার আট শ' ৮০টি, পঞ্চম শ্রেণীতে তিন শ' ৭৫ আসনের বিপরীতে এক হাজার দু'শ' ১৯, সপ্তম শ্রেণীতে পাঁচ শ' ১ আসনের বিপরীতে এক হাজার চার শ'৭৫, অষ্টম শ্রেণীর চার শ' ৯৬ আসনের বিপরীতে এক হাজার ছ শ'২৮ এবং নবম শ্রেণীর ছয় শ' ৯২টি আসনের বিপরীতে ফরম বিতরণ হয়েছে দুই হাজার এক শ'৬৫টি।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের সূত্রমতে, গতবারের মতো এবারও প্রথম থেকে নবম শ্রেণীর এই ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে একশ' নম্বরের ভিত্তিতে (বাংলা, ইংরেজী ও অঙ্ক)।

এ, বি ও এবং সি এই তিনটি গ্রুপের আওতায় মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের অধীনে দু'টি শিফটে কেন্দ্রীয়ভাবে

(১১- পৃষ্ঠা ১-এর কঃ দেখুন)

রাজধানীর ২৪

(১২-এর পাতার পর)

অনুষ্ঠিত হবে ভর্তি পরীক্ষা। প্রতিটি গ্রুপে আটটি করে স্কুল থাকবে। 'এ' গ্রুপের আওতায় থাকবে ঢাকা গবঃ ল্যাবরেটরী হাইস্কুল, মিরপুর সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়, মতিঝিল সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, খিলগাঁও সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়, নবাবপুর সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়, নিউ গবঃ গার্লস হাইস্কুল, ইসলামীয়া সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় এবং মোহাম্মদপুর সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের পরীক্ষা। 'ক' গ্রুপের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে ১৬ জানুয়ারি।

'বি' গ্রুপে থাকবে মতিঝিল সরকারী বালক উচ্চ বিদ্যালয়, নারিন্দা সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়, গবঃ মুসলিম হাইস্কুল, বাংলাবাজার সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়, শেরেবাংলা নগর সরকারী বালক উচ্চ বিদ্যালয়, সরকারী বিজ্ঞান কলেজ (স্কুল সেকশন), ধানমণ্ডি সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় এবং ধানমণ্ডি কামরুন্নেসা সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়। বি গ্রুপের পরীক্ষা হবে ১৮ জানুয়ারি।

'সি' গ্রুপে থাকবে ধানমণ্ডি গবঃ বয়েজ হাইস্কুল, আরমানিটোলা সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়, শেরেবাংলা নগর সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, টিকাটুলী কামরুন্নেসা সরকারী বালিকা বিদ্যালয়, ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল, গণভবন সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় এবং তেজগাঁও সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের পরীক্ষা। 'সি' গ্রুপের পরীক্ষা হবে ২০ জানুয়ারি। দুই শিফটে অনুষ্ঠিত হবে পরীক্ষা। এর মধ্যে প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত প্রথম শিফটের পরীক্ষা হবে দশটা থেকে সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত এবং পঞ্চম থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত দ্বিতীয় শিফটের পরীক্ষা হবে দুপুর দুইটা থেকে বিকাল চারটা পর্যন্ত। তবে ১৮ জানুয়ারি শুক্রবার থাকায় বিকালের শিফট শুরু হবে আড়াইটায়।